35

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 23 APR 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষক ধর্মঘট কেন?

১৮ এপ্রিল '৯৪ থেকে সারাদেশে বেসরকারী স্কুল-কলেজসমূহে শিক্ষক ধর্মঘট পালিত হচ্ছে। এ কর্মসূচীর প্রেক্ষিতে আসন্ন এসএসসি পরীক্ষা গ্রহণ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে এবং সভাবতই অভিভাবক ও সচেতন জনগণ উদ্বিগ্নতায় দিন কাটাচ্ছেন। শিক্ষকদের দাবী-দাওয়া ও আন্দোলন সম্বন্ধে সম্যক ধারণার অভাবে অনেকেই বর্তমান ধর্মঘট কর্মসূচীকে "অসময়োচিত" ও "হঠকারী" বলে সমালোচনা করতে পারেন। জনগণ যাতে প্রকৃত অবস্থা জানতে পারেন সেজন্য এ আলোচনার অবতারণা।

দেশে এগারো হাজারের কিছু বেশী বেসরকারী স্কুল রয়েছে এবং মোট শিক্ষার্থীর প্রায় পঁচাশি শতাংশ এসব বিদ্যালয় থেকে শিক্ষা লাভ করে। অন্যদিকে সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে পড়াশোনা করে মাত্র পনেরো ভাগ। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো এই যে, শিক্ষা খাতে সরকারের বার্ষিক বাজেটের মাত্র পনেরো ভাগ ব্যয় হয় বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে এবং বাকি পঁচাশি ভাগ ব্যয় হয় সরকারী প্রতিষ্ঠানে।

সরকারী-বেসরকারী উভয় ধরনের প্রতিষ্ঠানে একই শিক্ষা কারিকুলাম ও পাঠসূচী অনুসৃত হয় এবং উভয় প্রকার প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতাও সমান। কিন্তু সরকারী স্কুলের একজন শিক্ষকের বেতন যখন পাঁচ হাজার টাকা (এবং ক্রমবর্ধিষ্ণু) তখন সমান যোগ্যতার একজন বেসরকারী স্কুল শিক্ষকের ভাতা মাত্র ১৫১২/- টাকা এবং এ ভাতা ও অনিশ্চিত ও অনিয়মিত (মার্চ '৯৪-এর ভাতা ২০-৪-৯৪ তাং পর্যন্ত পাওয়া যায়নি)। অর্থাৎ যে কোন সরকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত একজন ৪র্থ শ্রেণীর ঝাড়ুদারের বেতনও (ক্ষেত্র বিশেষে) বেসরকারী স্কুলের একজন প্রধান শিক্ষকের চেয়ে বেশী।

উপরন্তু উক্ত ঝাড়ুদার চাকরি জীবন শেষে পেনশন সুবিধাসহ মোটামুটি ভাল অংকের কিছু অর্থ নিয়ে অবসর জীবনে প্রবেশ করবেন। কিন্তু একজন শিক্ষকের অবসর জীবন অমানবিক এবং নির্মম। একটি পরিবারের দায়বদ্ধতাসহ একজন বয়োবৃদ্ধ শিক্ষক যখন অবসর জীবনে পা রাখেন দু'চোখে থাকে তখন তার কবরের অন্ধকার।

সরকারের যে কোন বিভাগ বা প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ থাকে মাত্র একটি। কিন্তু বেসরকারী স্কুল শিক্ষকরা অন্তত সাতটি কর্তৃপক্ষের নিকট স্বতন্ত্রভাবে জবাবদিহি করে থাকেন। এগুলো হলো— ১। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ২। শিক্ষা বোর্ড, ৩। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ৪। ব্যান বেইস, ৫। জেলা শিক্ষা অফিস, ৬। জেলা প্রশাসক এবং ৭। ব্যবস্থাপনা কমিটি। সাত প্রকারের জবাবদিহিতার পরও একজন বেসরকারী স্কুলের শিক্ষক-কর্মচারী চাকরির অনিশ্চয়তায় ভুগছেন।

আমরা এসব বৈষম্যের অবসান চাই। সরকারী স্কুলের সমান সুযোগ-সুবিধা চাই— যাতে নিশ্চিন্তে চাকরি করে অন্তত ডাল-ভাতে আমাদের দিন কাটে, সেই সাথে আমাদের লাখ লাখ ছাত্র-ছাত্রীও কম বেতন দিয়ে অধিক শিক্ষা সুবিধা লাভ করে।

এসব দাবী নিয়ে দীর্ঘ ২৬ মাস আগে আন্দোলনে গেলে প্রধানমন্ত্রী দুই মাস সময় চেয়েছিলেন। কিন্তু আজ অবধি সে 'দুই মাস' শেষ হয়নি। এহেন নির্লিপ্ততার প্রেক্ষিতে গত ১২ এপ্রিল ঢাকায় স্মরণকালের বৃহত্তম শিক্ষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ১৭ এপ্রিলের মধ্যে দাবী না মানলে ১৮ তাং থেকে অবিরাম ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয় উক্ত সমাবেশ থেকে।

এদেশে চিকিৎসক থেকে শুরু করে শ্রমিক পর্যন্ত ধর্মঘটে যায়— সে তুলনায় বাঁচার তাগিদে আমাদের এ ধর্মঘটকে জনসাধারণ পূর্ণ সহানুভূতির সাথে গ্রহণ করবে বলে আমরা আশা করি।

—মোহাঃ ইয়াকুব মালিক,
আলহাজ্ব আঃ রাজ্জাক ইসঃ উচ্চ বিদ্যাঃ, আমুলিয়া, ডেমরা, ঢাকা।